ঝিনাইদহের আলোচিত হিজড়া কারিশমা হত্যার মূলরহস্য তিন মাসেও উদঘাটন হয়নি

ঝিনাইদহের আলোচিত হিজড়া কারিশমা হত্যার ঘটনায় প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেলেও মূলরহস্য উদঘাটন না হওয়ায় হতাশায় দিন কাটাচ্ছে তার স্বজনরা। গত ৯ সেপ্টেম্বর সকালে সদর উপজেলার উদয়পুর গ্রামে নিজ ঘর থেকে কারিশমা (৪০) নামে তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। কারিশমা সদর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের মৃত সুলতান আলীর সন্তান।
কারিশমার বড় ভাই নুরুন্নবী বলেন, উদয়পুর গ্রামে ওই বাড়িতে কারিশমা একাই থাকতো। সম্প্রতি অন্যত্র বাড়ি তৈরী করায় শহরের টার্মিনাল এলাকার কাজল নামের এক ব্যক্তির কাছে তিনি বাড়িটি বিক্রি করার জন্য বায়না করে। বুধবার দুপুরে ওই বাড়িতে ক্রেতারা গেলে তার নিজ ঘরে লাশ দেখতে পায়।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিছানায় বসা অবস্থায় ফ্যানের সাথে ঝুলতে দেখা যায় কারিশমার মৃতদেহ। টাকা ও গহনার কারণে কে বা কারা তাকে নির্মমভাবে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। তিনি তদন্ত স্বাপেক্ষে কারিশমা হত্যার মূল রহস্য উদঘাটন ও সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন। কারিশমার ভাই শরাফত হোসেন অভিযোগ করেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার অগ্রগতির জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা হলেও পুলিশ বিষয়টি সঠিকভাবে আমলে না নেওয়ার ফলে মামলার মোটিভ একেক সময় একেক দিকে মোড় নিচ্ছে। যে কারণে কারিশমার হত্যাকারীরা ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাই মামলাটি সিআইডিতে হস্তান্তরের জন্য প্রশাসনের উর্দ্ধোতন কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এব্যাপারে মামলার বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তা ওসি অপারেশন আবুল খায়ের শেখ বলেন, এটি একটি ক্লুলেস হত্যা। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে হত্যা প্রমাণিত হয়েছে। ঘটনার সূত্র ধরে প্রথমেই আলামত জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে এঘটনার রহস্য উদঘাটনে সর্বাত্বক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি দ্রুতই এ

ঘটনার রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হবে।

ঝিনাইদহে আন্তঃউপজেলা ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে আন্তঃউপজেলা ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়েছে ।

গতকাল রবিবার বিকেলে শহরের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধকালীন ঝিনাইদহের এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন আহমেদ।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শৈলকুপা-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম,

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র আলহাজ সাইদুল করিম মিন্টু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ, সরকারি কমিশনার (ভূমি) খান মোঃ আব্দুল্লা আল মামুন, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাকিম বিশ্বাস, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, জিপি এ্যাড. বিকাশ কুমার ঘোষ।

উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপা উপজেলা দল । এ টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এতে জেলার ৬ উপজেলার ভলিবল দল অংশগ্রহণ করবে।

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তিসহ ১১ দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে শহরের পায়রা চত্ত্বরে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখা এ আয়োজন করে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সামাদ শফি, সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান, সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন, ফারহানা মুর্শিদা, সহ-সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, অর্থ-সম্পাদক নার্গিস আক্তার, প্রচার সম্পাদক সালমা খাতুন, সদস্য কবির উদ্দিন, তোফাজ্জেল হোসেন, রেশমা রহমান, রিজভী আহমেদ ও আব্দুল হান্নান।

বক্তারা, প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত সম্মিলিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয় সমূহের স্বীকৃতি ও এমপিও প্রদান, স্বীকৃতির তারিখ হতে শতভাগ বেতন ভাতা ও সকল সুবিধা প্রদান নিশ্চিত, সকল বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান, সকল বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ নিশ্চিত করা সহ ১১ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

পরে নেতৃবৃন্দ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্বারকলিপি পেশ করেন। মানববন্ধনে ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলার সকল শিক্ষক কর্মচারীরা অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন’র নামে সড়ক উদ্বোধন

ঝিনাইদহের সাবেক এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন আহমেদ’র নামে ঝিনাইদহে সড়ক উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে ঝিনাইদহ পৌরসভার আয়োজনে মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম) এই নাম ফলকে সড়ক উদ্বোধন শেষে শহরের (গিলাবাড়ীয়া) আয়েশা কনভেনশন সেন্টারে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্য রাখেন ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন ঝিনাইদহ মহাকুমার এসডিপিও বীর বিক্রম মাহবুব উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন, কেসি কলেজের অধ্যক্ষ বি এম রেজাউল করিম, আইনজীবী সমিতির সভাপতি খান আক্তারুজ্জামান, পিপি ইসমাইল হোসেন ।

এছাড়াও স্মৃতিচারণ করেন তৎকালীন রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান মন্টু, গোলাম মোস্তফা, মাসুদ আহমোদ সঞ্জু, নায়েব আলী সর্দার, নাসির উদ্দীন, আব্দুস সামাদ প্রমুখ।

মুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যুবসমাজকে কাজ করে যাওয়ার আহবান ব্যক্ত করেন।

কোটচাঁদপুরে ১১দিনের ব্যবধানে প্রাণ গেল দুই প্রসূতি মায়ের

মাকে খুঁজে ফিরছেন দুই নবজাতক। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ডাক্তার ফাহিম উদ্দীনের ভুলে ১১ দিনের ব্যবধানে প্রাণ যায় দুই প্রসূতি মায়ের। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরো তিন পরিবার। এদিকে মায়ের দুধ ও আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত দুই নবজাতকের কান্না থামছে না। দুই প্রসূতি মায়ের রেখে যাওয়া শিশু সন্তান আয়েশা ও ইব্রাহিম খুঁজে ফিরছেন তাদের মায়ের । এরপরও সেই ডাক্তার বহাল তবিয়তে কোটচাঁদপুর ও মহেশপুরের বিভিন্ন ক্লিনিকে অপারেশন করলেও দেখার কেউ নাই। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগীরা।

জানা যায়, গেল ২৩ নভেম্বর সোমবার ডাঃ ফাহিমের ভুলের শিকার হন কোটচাঁদপুরের বড়বামনদহ গ্রামের হামিদুর রহমানের স্ত্রী মিতা খাতুন। সন্তান প্রসব করলেও মা ডাক জোটেনি ওই মায়ের কপালে। তাঁর আগেই পৃথিবীর মায়া ছাড়তে হয় তাকে। স্থানীয় নাসিং হোমে এ অপারেশনটি করেছিলেন ওই ডাক্তার। গেল ১৩ নভেম্বর মারা যান কোটচাঁদপুর পারলাট গ্রামের ডালিম হোসেনের স্ত্রী অঞ্জনা খাতুন নামে আরো এক প্রসূতি। রেখে যান আয়েশা নামে ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান। মায়ের ডাক জোটেনি তার ভাগ্যেও। ওই একই ক্লিনিকে অপারেশন করেন ডাক্তার ফাহিম। এ ছাড়া ওই ডাক্তারের ভুল অপারেশনে আর্থিক ক্ষতি ও জীবন যেতে বসে ছিল মহেশপুরের আলামপুর গ্রামের আবু তাহের কালুর স্ত্রী নাজমা খাতুন। উন্নত চিকিৎসায় ব্যয় হয়েছে তিন লাখেরও বেশি টাকা।

এ অপারেশনটিও ডাঃ ফাহিম উদ্দীন করেছিলেন স্থানীয় জনতা ক্লিনিকে। এ ব্যাপারে আদালতে মামলাও করেছিল ভুক্তভোগীরা। ভুল অপারেশনের শিকার হয়েছেন চৌগাছার চন্দ্র পাড়ার মর্তুজার স্ত্রী মারুফা (১৮)। কোটচাঁদপুর কপোত্যাক্ষ এন্ড ফ্যামিলি কেয়ার হাসপাতালে এই অপারেশনটি করেন ওই ডাক্তার। ভূল চিকিৎসার শিকার হয়েছেন কোটচাঁদপুরের বহরামপুর গ্রামের আনিসের স্ত্রী রিনি খাতুন। এ ধরনের ঘটনা একের পর এক ঘটলেও বহাল তবিয়তে ডাক্তার ফাহিম উদ্দীন কোটচাঁদপুর ও মহেশপুরের বিভিন্ন ক্লিনিকে অপারেশন করে চলেছেন। এ যেন দেখার কেউ নাই!
এ বিষয়ে ডাক্তার ফাহিম উদ্দীনের সঙ্গে কথা বলতে মোবাইলে

যোগাযোগ করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,ঘটনা গুলো শুনেছি। এ ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয়েছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে মাস্ক ব্যবহারে প্রশাসনের কঠোরতা

শীতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় মাস্ক ব্যবহারে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন। মাস্ক ব্যবাহার নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনসচেতনতার পাশা-পাশি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যহত রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমনকি ঘরের বাহিরে সবখানেই মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর ভূমিকা পালন করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন। কখনো উপজেলা সদর আবার কখনো ছুটে যাচ্ছেন প্রত্যন্ত এলাকায়। উপজেলার সকল মানুষকে মাস্ক ব্যবহারের আওতায় আনতে সার্বক্ষণিক তৎপর রয়েছেন মাঠ প্রশাসনের এই কর্মকর্তা।

শনিবার সন্ধায় উপজেলার সাফদারপুর বাজার, বলুহর জামতলা মোড় ও পৌর শহরের কলেজ বাসষ্টান্ডে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানা ও সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে মাস্ক ব্যবহার না করার অপরাধে বিভিন্ন দোকানে ৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। সেই সাথে সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রিপন জানান, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সামাজিক দুরুত্ব বজায় ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক ব্যবহারের ওপর ব্যাপক জনসচেতনতা ও প্রচার চালানো

হচ্ছে। মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই অভিযান অব্যহত থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম, সাফদারপুর ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলী নাসির, সহকারী প্রোগ্রামার জিয়াউর রহমান, সাফদারপুর ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই অজিয়ার রহমান, সাংবাদিক এসএম রায়হান উদ্দীন, সহকারি প্রহল্লাদ সহ পুলিশের একটি টিম।

ঝিনাইদহে দলিল জালিয়াতি করে সাবেক দুদক কমিশনারের জমি দখলের চেষ্টা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় সাবেক জেলা দায়রা জজ ও দুদক কমিশনার মৃতঃ হাবিবুর রহমানের ওয়ারেশগনসহ তার পরিবারের পৈত্রিক ১১ শতাংশ জমি তারই আপন চাচাত ভাই দলিল জালিয়াতি করে জবর দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মৃত হাবিবুর রহমান উপজেলার ফুলহরি ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের মৃত হোসেন আলীর ছেলে।

এ বিষয়ে সাবেক জেলা দায়রা জজ ও দুদক কমিশনার মৃতঃ হাবিবুর রহমানের ছোট ভাই জিল্লুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, আমরা ৪ ভাই ২ বোন। আমার বাবা মারা গেছেন। আমার বড় ভাই সাবেক জেলা দায়রা জজ ও দুদক কমিশনার ছিলেন।

বড় ভাই ও সেঝ ভাই তারাও মারা গেছেন। বাড়িতে আমি আর আমার স্ত্রী বসবাস করি। বাকি অন্যরা সবাই চাকরির সুবাদে বাহিরে থাকেন। তিনি আরও বলেন, আমরা যৌথ পরিবার চাকরির সুবাদে পরিবারের অন্যান্যরাও বাইরে থাকার কারনে গ্রামের জমি- জমা সহ অন্যান্য সব কিছু তারাই দেখাশুনা করতো।

তাদের পরিবারে চাষাবাদ করার মত নিজস্য কোন লোক না থাকায় সমস্ত চাষাবাদ যোগ্য জমি ভাগা-বর্গা দিয়ে খেয়ে আসছেন। এর মাঝে চাঁদপুর ১৩৩ নং মৌজার ১০৭নং খতিয়ান যাহার আর,এস ১০৩৫ নং খতিয়ানের সাবেক

১০৬৯ ও হাল ২০৮৯ নং দাগটিতে পরিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দোকান ঘর তৈরি করবে বলে ঠিক করেন।

জিল্লুর রহমান বলেন, তার বাবারা তিন ভাই থাকায় হাল ২০৮৯ নং দাগের ৩২ শতাংশ জমির মধ্যে ৩ অংশের ১ অংশ হিসাবে তার বাবার মৃত্যুর পর এই ১১ শতাংশ জমি আর,এস রেকর্ড মূলে তারা অংশিদার হন এবং দীর্ঘ ১২ বছরের অধিক ভোগ দখল করে আসছেন।

তিনি আরও বলেন,আমি ঐ জমিটিতে একটি দোকানঘর তৈরি করার প্রস্তুুতি নিলে আমার আপন চাচা মৃতঃ রোজদার মন্ডলের ছেলে রবিউল, আশরাফুল, মশিউর রহমান মাষ্টার, আলিউর ও মফিজুল বাদী হয় এবং তারা দাবী করেন, তাদের বোন রোকেয়া খাতুন জমিটি ক্রয় করেছে। জমিটি পৈত্রিক সুত্রে অভিযোগকারী জিল্লুর রহমানদের ৪ ভাই ও ২ বোনের নামে রেকর্ড হয়।

জিল্লুর রহমান কার কাছ থেকে জমিটি কিনেছে জানতে চাইলে মশিউর রহমান (মাষ্টার) বলেন, জমিটি তার বোন রোকেয়া খাতুন আমার বোন তহমিনা’র কাছ থেকে কিনেছে, তবে দলিল দেখতে চাইলে তারা দেখাননি।

তিনি বলেন ১১ শতাংশ জমি ৪ ভাই ২ বোনের মধ্যে অংশ কাটান হলে আমার বোন তহমিনা পাবে ১ শতাংশ। সে কিভাবে ১১ শতাংশ জমি বিক্রি করে আর ক্রেতারা কিভাবে কেনে এটা তার বোধগম্য নয়।

বিষয়টি নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে তোলপাড় শুরু হলে ক্ষতিয়ে দেখা গেছে, মশিউর মাষ্টারের বোন রোকেয়া বেগম জিল্লুর রহমানের বোন তহমিনার কাছ থেকে একটি রিলিজ বা না দাবী ত্যাগপত্র দলিল করে নিয়েছে। ঐ দলিলে দেখা গেছে মোট ২৬ টি দাগে ৪০ শতাংশ জমি মশিউর মাষ্টারের বোন রোকেয়া বেগম ক্রয় করেছে তহমিনার কাছ থেকে। যার মধ্যে ১৭৩২ ও ৩৬৭৮ নং এই ২ দাগ থেকে ৩৫ শতাংশ জমি ভোগ দখল করে আসছে ক্রেতা রোকেয়া বেগম। কিন্তু নালিশি আর,এস ১০৩৫ খতিয়ানে তাদের দলিলে কোন দাগ নেই।

তবে অভিযোগকারী জিল্লুর রহমান বলেন, দলিলে থাকা ১০৬৯ নং দাগটি নিজ হাতে কাটিয়া নালিশি ২০৭৯ নং দাগটি বসানো হয়েছে যা স্বচোখে ও দলিলের নকল দেখে প্রমানিত হয়েছে।

এ ব্যপারে বাদী পক্ষের দেওয়া ঝিনাইদহ বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর পিটিশন কেস তদন্তকারী ফুলহরি ইউনিয়ন ভুমি অফিসের দেওয়া প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বাদীর দলিলটি না দাবী

ত্যাগপত্র। দলিলটি যাচায় করে তারা দেখেন আর,এস ২০৭৯ নং দাগটি দলিলে নাই। তবে দলিলে ২০৭৯ নং দাগটি ঘসামাজা করে দলিলে লেখা আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্তদের মধ্যে মশিউর রহমান (মাষ্টার) বলেন, দখলের সুবিধার জন্য জিল্লুর রহমান গংরা তার বোন তহমিনাকে এই জমিটি ভোগ দখলে দিয়েছিলো। তিনি বলেন, তার বোন রোকেয়া খাতুনের কাছে তহমিনা ৪০ শতক জমি বিক্রি করে নিঃশর্তবান হয়।

উত্তর নারায়ণপুর ফুটবল টুর্নামেন্টে ঝিনাইদহের জয়

ঝিনাইদহ সদরের সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়ণপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে কালিগঞ্জ হেলাই একাদশের বিপক্ষে পেনাল্টিতে জয় পেয়েছে ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশ।

আজকের খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশের গোলকিপার মোঃ সোহান।

খেলায় প্রথমার্ধে একটি গোল করে এগিয়ে যায় কালিগঞ্জ হেলাই একাদশ, পরবর্তীতে দ্বিতীয়ার্ধে দেয়া অতিরিক্ত তিন মিনিটে একটি গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশ। পরবর্তীতে পেনাল্টি অনুষ্ঠিত হলে ৪-২ গোলের ব্যবধানে জয় পায় ঝিনাইদহ জেলা ফুটবল একাদশ।

খেলা শেষে সেরা খেলোয়াড়-এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দিন আল মামুন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ, ত্রিমোহনী মিল মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, আরশাদ আলী।

খেলাটির আয়োজন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে উত্তর নারায়ণপুর লায়ন্স ক্লাব।

কালীগঞ্জে নদীতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় চিত্রা নদীতে পড়ে হুসাইন (২) নাম দুই বছরর এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু হুসাইন নিশ্চিন্তপুর এলাকার নাহিদ হাসানের ছেলে।

শিশুটির বাবা নাহিদ হাসান জানায়, সকাল ৯ টার দিকে বাড়ির পাশেই খেলা করছিলো। খেলা করতে করতে হুসাইনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর বাড়ির পাশে চিত্রা নদীর পানিতে হুসাইনের মরদেহ ভেসে উঠে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

শৈলকুপায় হেলথ এসিস্ট্যান্ট এসোসিয়েশন এর কর্মবিরতি

স্বাস্থ্য পরিদর্শক -১১,সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক -১২ এবং স্বাস্থ্য সহকারীদের ১৩তম গ্রেড প্রদান করে নিয়োগ বিধি সংশোধনসহ বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিতে সারাদেশের ন্যায় অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত স্বাস্থ্য পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং স্বাস্থ্য সহকারীবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচী, শনিবার সকাল ১০টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে বাংলাদেশ হেলথ এসিস্ট্যান্ট এসোসিয়েশন এর উদ্দ্যোগে দ্বিতীয় দিনের মত অনুষ্ঠিত হয়। এ

কর্মবিরতিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য পরিদর্শক মোঃ শহিদুল ইসলাম সহ সকল স্বাস্থ্য পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং স্বাস্থ্য সহকারীবৃন্দ ।

তারা বলেন, নিয়োগ বিধি সংশোধন করে বেতন বৈষম্য নিরসন না করা পর্যন্ত তাদের এ কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।
এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডা.রাশেদ আল মামুন বলেন আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের কাজ আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।